Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার: সুফল ও সীমাবদ্ধতা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আসমা জামান সুমি

রোলঃ ২৩১০০১২০৩০৯

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার: সুফল ও সীমাবদ্ধতা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আসমা জামান সুমি

রোলঃ ২৩১০০১২০৩০৯

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার: সুফল ও সীমাবদ্ধতা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আসমা জামান সুমি, আইডিঃ ২৩১০০১২০৩০৯ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার: সুফল ও সীমাবদ্ধতা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

আসমা জামান সুমি

আইডিঃ ২৩১০০১২০৩০৯

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

সারসংক্ষেপ..7

অধ্যায় ১: ভূমিকা..8

অধ্যায় ২: ইসলাম প্রচারের ধারণা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট...10

২.১ ইসলাম প্রচারের সংজ্ঞা..10

২.২ ইসলাম প্রচারের গুরুত্ব ও তাৎপর্য..11

২.৩ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলাম প্রচার...12

২.৪ নবী-রাসূলদের দাওয়াহ পদ্ধতি..14

২.৫ ইসলাম প্রচারের মাধ্যমসমূহ..18

২.৬ আধুনিক যুগে দাওয়াহর রূপান্তর..19

অধ্যায় ৩: সামাজিক মিডিয়া ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নতুন ধারার দাওয়াহ......................21

৩.১ সামাজিক মিডিয়ার সংজ্ঞা..21

৩.২ সামাজিক মিডিয়ার প্রকারভেদ..21

৩.৩ সামাজিক মিডিয়ার প্রযুক্তিগত ও যোগাযোগমূলক বৈশিষ্ট্য....................................22

৩.৪ ফেসবুক ও ইউটিউব ভিত্তিক দাওয়াহ কার্যক্রম..23

৩.৫ শর্ট ভিডিও, রিলস এবং ইসলামের মৌলিক বার্তা..24

৩.৬ পডকাস্ট: গভীর আলোচনার নতুন দিগন্ত..24

৩.৭ ইনফোগ্রাফিক ও ভিজ্যুয়াল আর্টের মাধ্যমে দ্বীন প্রচার......................................25

৩.৮ নতুন ধারার দাঈ: বহুমুখী যোগ্যতা..25

৩.৯ বাংলাদেশে সামাজিক মিডিয়ার ব্যবহার প্রবণতা..26

অধ্যায় ৪: সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের সুফল.....................................27

৪.১ দ্রুত ও ব্যাপক প্রসার..27

৪.২ ব্যয়-সাশ্রয়ী প্রচার ব্যবস্থা..28

৪.৩ তরুণ প্রজন্মের কাছে সহজ পৌঁছানো..28

৪.৪ লাইভ দাওয়াহ, ওয়েবিনার ও অনলাইন ক্লাস 29
৪.৫ আন্তঃধর্মীয় সংলাপের সুযোগ 29
৪.৬ সহজ অনুসন্ধান ও সংরক্ষণ: 30
৪.৭ ইসলামোফোবিয়া মোকাবিলায় সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা 30
অধ্যায় ৫: সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের সীমাবদ্ধতা 32
৫.১ ভুল তথ্য ও অপপ্রচার 32
৫.২ ধর্মীয় ভুল ব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তি 32
৫.৩ তর্ক ও বিতর্ক 33
৫.৪ মনোরঞ্জন বনাম দাওয়াহ: 33
৫.৫ সাইবার বুলিং ও ফেতনা 34
৫.৬ মনোযোগের স্বল্পতা ও অগভীর জ্ঞান 34
৫.৭ সাইবার নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা সমস্যা 35
৫.৮ বাণিজ্যিকীকরণ 35
৫.৯ অ্যালগরিদমিক সীমাবদ্ধতা 35
অধ্যায় ৬: নৈতিকতা ও সতর্কতা 37
৬.১ ইখলাস (নিষ্ঠা) বনাম ভাইরাল হওয়ার মোহ 37
৬.২ অনলাইনে দাওয়াহর আদব ও নীতিমালা 37
৬.৩ উৎস উল্লেখের গুরুত্ব এবং কপিরাইট মাসআলা 38
৬.৪ নারী ও পুরুষ দাঈদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের সীমারেখা 38
৬.৫ গুজব ও মিথ্যাচার রোধে সতর্কতা 39
৬.৬ ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন 39
অধ্যায় ৭: প্রতিকার ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা 41
৭.১ একটি সমন্বিত ডিজিটাল দাওয়াহ বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তা 41
৭.২ প্রযুক্তিগত দক্ষতার সাথে ইলমী যোগ্যতার সমন্বয় 41

৭.৩ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং ইসলাম প্রচারের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা 42
৭.৪ সুস্থ ও বিকল্প প্ল্যাটফর্ম তৈরির গুরুত্ব 42
৭.৫ দাঈ ও শ্রোতাদের জন্য 'ডিজিটাল ইথিক্স' বা নীতিশিক্ষা 42
৭.৬ দায়িত্বশীল দাওয়াহর নীতিমালা 43
৭.৭ দাওয়াহ কার্যক্রমে ভারসাম্যের প্রয়োজনীয়তা 43
৭.৮ ডিজিটাল লিটারেসি উন্নয়ন 44
৭.৯ নির্ভরযোগ্য কনটেন্ট তৈরির কৌশল 44
৭.১০ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ও নীতিমালা প্রণয়ন 45
৭.১১ আগামীর পাথেয় 45
অধ্যায় ৮: উপসংহার 47

সারসংক্ষেপ

একবিংশ শতাব্দীর এই তথ্য-প্রযুক্তির যুগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়া মানব সভ্যতার যোগাযোগ ও মতাদর্শ প্রকাশের প্রধানতম মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এই বিশ্বায়নের যুগে ইসলামি দাওয়াহ বা দ্বীন প্রচারের চিরাচরিত পদ্ধতিতেও এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বর্তমান সময়ে মিম্বর ও মাহফিলের পাশাপাশি ফেসবুক, ইউটিউব, পডকাস্ট এবং বিভিন্ন শর্ট-ভিডিও প্ল্যাটফর্মগুলো ইসলাম প্রচারের নতুন এবং শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এই থিসিসটিতে সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের বহুমুখী সুফল, এর প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা, তৈরি হওয়া চ্যালেঞ্জ এবং এর থেকে উত্তরণের উপায়গুলো একটি গবেষণাধর্মী ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের সুফল অত্যন্ত ব্যাপক। এটি ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে অতি অল্প সময়ে, নামমাত্র খরচে কোটি কোটি মানুষের কাছে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে ইসলামের শাশ্বত বাণী পৌঁছে দিচ্ছে। এর মাধ্যমে ইসলামোফোবিয়া বা ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমা বিশ্বের ভুল ধারণাগুলো দূর করা এবং ঘরে বসেই শুদ্ধভাবে দ্বীন শিক্ষার অবারিত সুযোগ তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, এই মাধ্যমটির কিছু গুরুতর সীমাবদ্ধতা ও নেতিবাচক দিকও এই গবেষণায় উঠে এসেছে। তথ্যের উন্মুক্ততার কারণে রেফারেন্সহীন ও জাল হাদিসের ছড়াছড়ি, সস্তা জনপ্রিয়তার দৌড়ে দ্বীনের গাম্ভীর্য হারিয়ে ফেলা, কমেন্ট বক্সে কাদা ছোড়াছুড়ির মাধ্যমে উম্মাহর অভ্যন্তরীণ কোন্দল বৃদ্ধি এবং সোশ্যাল মিডিয়ার নিজস্ব 'অ্যালগরিদমিক ট্র্যাপ' মুসলিম সমাজকে উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। গবেষণার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে এটি প্রতিপন্ন হয়েছে যে, সামাজিক মিডিয়া একটি দ্বিধারী তলোয়ারের মতো। একে বর্জন করা যেমন বর্তমান যুগে অসম্ভব, তেমনি একে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ছেড়ে দেওয়াও উম্মাহর জন্য বিপজ্জনক। অতএব, অনলাইন দাওয়াহর সুফলকে সর্বোচ্চ কাজে লাগাতে এবং এর সীমাবদ্ধতা দূর করতে আলেম ও প্রযুক্তিবিদদের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় 'ডিজিটাল ফ্যাক্ট-চেকিং বোর্ড' গঠন, দাঈদের ইলমী ও প্রযুক্তিগত যোগ্যতার সমন্বয় এবং সর্বোপরি নবী-রাসূলদের হিকমতপূর্ণ ও নম্র দাওয়াহ পদ্ধতি (মানহাজ) অনুসরণ করা অপরিহার্য।

অধ্যায় ১: ভূমিকা

বর্তমান যুগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ। ইন্টারনেটের বিস্তার এবং স্মার্টফোনের সহজলভ্যতার ফলে সামাজিক মিডিয়া মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র—সব ক্ষেত্রেই এর প্রভাব সুস্পষ্ট। বিশেষ করে জ্ঞান আদান-প্রদান, মতামত প্রকাশ এবং বিভিন্ন আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রচারের ক্ষেত্রে সামাজিক মিডিয়া একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ইসলাম ধর্মের দাওয়াহ বা প্রচার কার্যক্রমও নতুন এক মাত্রা পেয়েছে।

ইসলাম একটি সর্বজনীন ও পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যা মানবজাতির কল্যাণ ও নৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রেরিত। ইসলামের মূল বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রতিটি মুসলিমের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। অতীতে ইসলাম প্রচারের জন্য মূলত মৌখিক বয়ান, মসজিদভিত্তিক কার্যক্রম, গ্রন্থ রচনা এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের উপর নির্ভর করা হতো। কিন্তু আধুনিক যুগে সামাজিক মিডিয়ার আগমনে এই প্রচার কার্যক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এখন অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

সামাজিক মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মগুলো যেমন ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক ইত্যাদি ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ইসলামী আলোচনা, কুরআনের তাফসির, হাদিসের ব্যাখ্যা, লাইভ লেকচার এবং অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে দাওয়াহ কার্যক্রম আরও সহজ ও ব্যাপক হয়েছে। ফলে তরুণ প্রজন্মসহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কাছে ইসলামি জ্ঞান পৌঁছানো সহজতর হয়েছে।

তবে সামাজিক মিডিয়ার এই ইতিবাচক দিকগুলোর পাশাপাশি কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। যেমন—ভুল তথ্য প্রচার, ধর্মীয় বিষয়ের অপব্যাখ্যা, বিভ্রান্তিকর কনটেন্ট, এবং অনলাইন বিদ্বেষ বা ট্রোলিং। অনেক ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা ছড়িয়ে দেয়, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া সামাজিক মিডিয়ার অ্যালগরিদমভিত্তিক কনটেন্ট প্রদর্শনের কারণে সবসময় সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছায় না।

অন্যদিকে, সঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে সামাজিক মিডিয়া ইসলামি জ্ঞান বিস্তারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তাই এই গবেষণার মাধ্যমে সামাজিক মিডিয়ার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো বিশ্লেষণ করা জরুরি।

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের সুফল ও সীমাবদ্ধতাগুলো বিশ্লেষণ করা। এর মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করাম হবে, কীভাবে এই আধুনিক মাধ্যমকে কার্যকর ও দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করে ইসলামি দাওয়াহ কার্যক্রমকে আরও উন্নত করা যায়। একই সঙ্গে বিদ্যমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তার সম্ভাব্য সমাধানও উপস্থাপন করা হবে।

অতএব, বর্তমান ডিজিটাল যুগে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সামাজিক মিডিয়ার ভূমিকা, সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণা সেই প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে পরিচালিত হয়েছে, যা ভবিষ্যতে দাওয়াহ কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত ও ফলপ্রসূ করতে সহায়ক হতে পারে।

অধ্যায় ২: ইসলাম প্রচারের ধারণা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

২.১ ইসলাম প্রচারের সংজ্ঞা

মানবজাতির হেদায়েত ও কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবী-রাসূলগণের সেই পবিত্র দায়িত্ব ও ধারাকে জারি রাখাই হলো ইসলাম প্রচার। ইসলামে একে 'দাওয়াহ' বলা হয়। ইসলাম প্রচার কেবল কিছু ধর্মীয় রীতিনীতির বর্ণনা নয়, বরং মানবজীবনকে আল্লাহর দেওয়া বিধান ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী গড়ে তোলার এক বৈশ্বিক ও চিরন্তন আহ্বান।

ইসলাম প্রচার বা 'দাওয়াহ' শব্দটি আরবি "দা'আ" ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ হলো— আহ্বান করা, ডাকা, আমন্ত্রণ জানানো, সুসংবাদ দেওয়া বা কোনো আদর্শের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করা। ইসলামের পরিভাষায় দাওয়াহ বলতে বোঝায় মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার দিকে দিকনির্দেশনা প্রদান করা এবং ইসলামের মূল শিক্ষা ও মূল্যবোধ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

সহজ কথায়, অমুসলিমদের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরে সত্যের দিকে আহ্বান করা এবং মুসলিমদেরকে ইসলামের বিধি-বিধান মেনে খাঁটি মুমিন হওয়ার তাগিদ দেওয়াই হলো ইসলাম প্রচার। মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"তুমি তোমার রবের পথের দিকে আহ্বান করো হিকমত (প্রজ্ঞা) ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো সুন্দরতম পন্থায়।" (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৫)।

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ধর্ম। এটি কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা অঞ্চলের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। তাই এর বাণী সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া অপরিহার্য। নবী-রাসূলগণের অবসানের পর এই উম্মতের ওপর ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। মানুষকে কুফর, শিরক এবং পাপাচারের অন্ধকার থেকে বের করে ঈমান ও হেদায়েতের আলোতে

নিয়ে আসার একমাত্র মাধ্যম এই প্রচার। সমাজে শান্তি, ন্যায়বিচার ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করতে হলে ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রচারের কোনো বিকল্প নেই।

দাওয়াহ ইসলামের একটি মৌলিক দায়িত্ব। এটি কেবল প্রচারেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি একটি জ্ঞানভিত্তিক, নৈতিক ও সহানুভূতিশীল প্রক্রিয়া। দাওয়াহর মাধ্যমে সমাজে ন্যায়, নৈতিকতা, শান্তি ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সমাজ বা উম্মাহর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দল বা গোষ্ঠীর সার্বক্ষণিক দায়িত্ব হলো মানুষকে ভালো ও কল্যাণের দিকে ডাকা। সমাজে ন্যায় ও সৎকাজের প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্যায়, পাপ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ইসলামের একটি অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। ইহকাল ও পরকালে প্রকৃত সফলকাম তারাই, যারা নিজেদের আমল সংশোধনের পাশাপাশি সমাজকে সুন্দর করার জন্য এই দাওয়াতী কাজ জারি রাখে।

২.২ ইসলাম প্রচারের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানবজাতির শান্তি, ন্যায়, কল্যাণ ও মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ ইসলামকে মনোনীত করেছেন। তাই ইসলামের সুমহান বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রত্যেক মুসলিমের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ইসলাম প্রচার বলতে মানুষকে সত্য, ন্যায়, সৎকর্ম ও আল্লাহর পথে আহ্বান করাকে বোঝায়। এটি শুধু ধর্মীয় কাজ নয়; বরং মানবকল্যাণমূলক এক মহান দায়িত্ব।

ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে মানুষ সঠিক জীবনপথ সম্পর্কে জানতে পারে। কুরআনে আল্লাহ্ বলেন,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর ওরাই হলো সফলকাম"(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৪)।

এই নির্দেশনা থেকে বোঝা যায় যে ইসলাম প্রচার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রাসূল ﷺতাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ইসলামের দাওয়াতের জন্য। তিনি মানুষকে

ভালোবাসা, সহনশীলতা ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে সাহাবায়ে কেরাম পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম পৌঁছে দেন। বর্তমান বিশ্বে মানুষ নানা ধরনের বিভ্রান্তি, অনৈতিকতা ও বস্তুবাদিতার মধ্যে জীবনযাপন করছে। অনেকেই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ। এ অবস্থায় দাওয়াহ মানুষের সামনে সত্য, ন্যায় ও শান্তির পথ তুলে ধরে। ইসলামের সঠিক জ্ঞান মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করে এবং সমাজে শান্তি ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে।

এছাড়া আধুনিক যুগে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন ভুল ধারণা ও অপপ্রচার ছড়িয়ে পড়ে। দাওয়াহর মাধ্যমে এসব ভুল ধারণার জবাব দেওয়া সম্ভব হয় এবং ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য মানুষের সামনে উপস্থাপন করা যায়।

ইসলাম প্রচার সমাজে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে। যখন মানুষ ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করে, তখন সমাজে শান্তি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি পায়। অন্যায়, দুর্নীতি, হিংসা ও অনৈতিকতা কমে যায়। ইসলাম মানুষকে সত্যবাদিতা, দয়া, পরোপকার ও ন্যায়বিচারের শিক্ষা দেয়।

বর্তমান সময়ে প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইসলাম প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। সঠিক জ্ঞান ও সুন্দর উপস্থাপনার মাধ্যমে অনলাইনে ইসলামের বার্তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।

২.৩ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলাম প্রচার

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে ঘোষণা করেছেন এই দাওয়াতী কাজের জন্যই। কুরআন ও হাদিসে দাওয়াহর গুরুত্ব এবং পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কুরআনে বহু স্থানে মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার কথা বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন:

ُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ

" তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য যাদের প্রাদুর্ভাব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১০)

আবার ইসলামে জোরপূর্বক কাউকে বিশ্বাসী বানানোর নিয়ম নেই। কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন:

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيم

"দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই হিদায়াত ভ্রষ্টতা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। অতএব, যে তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে এমন এক মজবুত হাতল ধারণ করে যা কখনো ভাঙবে না। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৬)।

দাওয়াহ হলো এক আলোকবর্তিকা, যা সমাজ থেকে অন্ধকার, অন্যায় ও নৈতিক অবক্ষয় দূর করে। এটি কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা আলেম সমাজের একচেটিয়া কাজ নয়, বরং প্রত্যেকে যার যার অবস্থান থেকে— পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে কিংবা বন্ধুমহলে ইসলামের সঠিক শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন। রাসূল (সা.)বলেছেন: "আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও।" (সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৩৪৬১)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসলাম প্রচারকে সহজীকরণের কথা বলেছেন। তিনি যখন সাহাবী মুআজ ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনে দাওয়াতী কাজে পাঠান, তখন নির্দেশ দিয়েছিলেন: "তোমরা দ্বীনকে সহজ করো, কঠিন করো না। মানুষকে সুসংবাদ দাও, দূরে ঠেলে দিও না।" (সহীহ বুখারী, হাদিস: ৬১২৫)

দাওয়াতী কাজের প্রতিদানও অপরিসীম। এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন: "আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে যদি আল্লাহ একজন মানুষকেও হেদায়েত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য একপাল লাল উট (তৎকালীন আরবের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ) লাভ করার চেয়েও উত্তম।" (সহীহ বুখারী, হাদিস: ৩৭০১)

এই নির্দেশনাগুলো থেকে বোঝা যায়, দাওয়াহ প্রতিটি মুসলিমের জন্য একটি দায়িত্ব, তবে তা অবশ্যই জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং সহনশীলতার সাথে পালন করতে হবে।

২.৪ নবী-রাসূলদের দাওয়াহ পদ্ধতি

মানবজাতিকে হেদায়েত বা সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য মহান আল্লাহ যুগে যুগে যেসকল নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন, তাঁদের প্রধান দায়িত্বই ছিল 'দাওয়াহ' বা আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করা। দাওয়াহ কেবল একটি ধর্মীয় বার্তা পৌঁছানোর প্রক্রিয়া নয়, এটি একটি অনন্য মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক আন্দোলন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِ

"আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে..." (সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৩৩)।

নবী রাসূলগনের দাওয়াহ'র পদ্ধতি বা মানহাজ ছিল সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং হিকমতপূর্ণ। বর্তমান যুগে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাদের সেই শাশ্বত পদ্ধতিগুলো অনুধাবন করা এবং তা প্রয়োগ করা অত্যন্ত জরুরি।

- **তাওহীদ বা ঈমানের মৌলিক বিষয়ের ওপর অগ্রাধিকার:** প্রত্যেক নবী-রাসূলের দাওয়াহর প্রধান এবং প্রথম বৈশিষ্ট্য ছিল তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা। সমাজের অন্যান্য সামাজিক বা অর্থনৈতিক সংস্কারের আগে তাঁরা মানুষের আকিদা বা বিশ্বাস সংশোধনের ওপর জোর দিয়েছিলেন। হযরত নূহ (আ.), হুদ (আ.), সালেহ (আ.) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সকলেরই প্রথম ঘোষণা ছিল এক:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

"নিশ্চয়ই আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এক মহাদিবসের আযাবের আশঙ্কা করছি।" (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৯)

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوااللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ

"আর 'আদ' সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই হূদকে। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো

ইলাহ নেই। তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না ?'" (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৬৫)

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ *إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيم

"এবং 'ছামূদ' সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই সালেহকে। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে একটি স্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। এটি আল্লাহর উটনী, যা তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। সুতরাং একে আল্লাহর জমিনে চরে খেতে দাও এবং একে কোনো কষ্ট দিও না, অন্যথায় তোমাদের এক বেদনাদায়ক আযাব পাকড়াও করবে।'" (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৭৩)।

এই তিনটি আয়াতের লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে আসা সমস্ত নবী ও রাসূলগণের মূল দাওয়াত বা বাণী একটাই ছিল— **"তাওহীদ"** বা একত্ববাদ যার অর্থ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং শিরক থেকে দূরে থাকা।

এছাড়াও সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনে দাঈ হিসেবে পাঠান, তখন নির্দেশ দিয়েছিলেন: "তুমি আহলে কিতাবদের একটি সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। তাই সর্বপ্রথম তাদের আল্লাহর একত্ববাদ (তাওহীদ)-এর দিকে আহ্বান জানাবে।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ৭৩)।

- **হিকমত, উত্তম উপদেশ ও সুন্দর বিতর্ক:** দাওয়াহর ক্ষেত্রে কঠোরতা বা জোর-জবরদস্তির কোনো স্থান নেই। আল্লাহ তায়ালা নবী-রাসূলদের প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিমত্তার সাথে দাওয়াত দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"তুমি তোমার রবের পথের দিকে আহ্বান করো হিকমত (প্রজ্ঞা) ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো সুন্দরতম পন্থায়।" (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৫)।

নবীজি (সা.)-এর দাওয়াহর ভাষা কখনোই আক্রমণাত্মক ছিল না। তিনি মানুষের বুদ্ধি ও আবেগের ভারসাম্য রক্ষা করে কথা বলতেন। এমনকি আল্লাহ যখন মূসা (আ.) ও হারুন (আ.)-কে চরম অত্যাচারী ফেরআউনের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তখনও নির্দেশ ছিল:
"তোমরা দু'জন তার সাথে নরম কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় পাবে।" (সূরা ত্বহা, আয়াত: ৪৪)।

- **পর্যায়ক্রমিকতা বা ধাপ অনুসরণ:** নবী-রাসূলগণ মানুষের ওপর একবারে সব বিধান চাপিয়ে দিতেন না। পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং মানুষের মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে ধীরে ধীরে শরীয়তের বিধানগুলো উপস্থাপন করতেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন: "কুরআনের অবতীর্ণ সূরাগুলোর মধ্যে প্রথমে মূলত 'মুফাসসাল' (ছোট ছোট) সূরাগুলো নাজিল হয়েছিল, যাতে জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা ছিল। অতঃপর মানুষ যখন ইসলামের দিকে ধাবিত হলো, তখন হালাল ও হারামের বিধান নাজিল হয়। যদি প্রথমেই নাজিল হতো যে, তোমরা মদ পান করো না, তবে মানুষ বলত—আমরা কখনোই মদ ছাড়ব না।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ৪৯৯৩)।

- **মানুষের স্তর ও মনস্তত্ত্ব বিবেচনা:** নবীগণ মানুষের বুদ্ধিমত্তা এবং সামাজিক অবস্থান ভেদে কথা বলতেন। সাধারণ মানুষের সাথে সহজ ভাষায় এবং দার্শনিক বা রাজন্যবর্গের সাথে তাদের উপযোগী গম্ভীর ভাষায় কথা বলতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "মানুষের সাথে তাদের বুদ্ধিমত্তা ও বুঝার ক্ষমতা অনুযায়ী কথা বলো।" (দাইলামী, মুসনাদুল ফিরদাউস; আল-মাকাসিদুল হাসানাহ)। তিনি যখন রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াস বা পারস্যের সম্রাট খসরুর কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তখন তাদের রাজকীয় পদের সম্মান বজায় রেখে সম্বোধন করেছিলেন (যেমন: "রোম প্রধান হিরাক্লিয়াস")।

- **নিঃস্বার্থতা ও ত্যাগ:** দাওয়াহর বিনিময়ে নবী-রাসূলগণ দুনিয়াবি কোনো সুবিধা, অর্থ বা নেতৃত্ব কামনা করতেন না। এই নিঃস্বার্থতা শ্রোতাদের মনে গভীর বিশ্বাস তৈরি করত। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন নবীর জবানিতে বারবার এসেছে:

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"আর আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো কেবল রাব্বুল আলামীনের কাছে।" (সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত: ১০৯)।

দাওয়াত দিতে গেলে বাধা, নিন্দা বা উপহাস আসতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তায়েফের ময়দানে রক্তাক্ত হয়েও কাফেরদের জন্য হেদায়েতের দুআ করেছিলেন। এই ধৈর্য ও ত্যাগই দাওয়াতের প্রাণ।

- **আচরণ:** বক্তব্যের চেয়ে নবীদের আচরণ বা চরিত্র ছিল দাওয়াহর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। নবুয়ত পাওয়ার আগেই মুহাম্মদ (সা.) মক্কাবাসীর কাছে 'আল-আমীন' (বিশ্বস্ত) হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে যখন নবীজি (সা.) প্রথম প্রকাশ্য দাওয়াত দেন, তখন তিনি মক্কাবাসীদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আমি যদি বলি এই পাহাড়ের পেছনে একদল শত্রু তোমাদের আক্রমণ করতে ওত পেতে আছে, তোমরা কি বিশ্বাস করবে?" তারা একবাক্যে বলেছিল, "হ্যাঁ, কারণ আমরা আপনাকে কখনো মিথ্যা বলতে শুনিনি।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ৪৭৭১)।

- **ধৈর্য, সহনশীলতা ও ক্ষমা:** দাওয়াহর পথে বাধা, নির্যাতন এবং উপহাস আসবেই—এটি নবীদের সুন্নত। নূহ (আ.) সাড়ে নয়শত বছর দাওয়াত দিয়েছেন, কিন্তু দমে যাননি। রাসূল (সা.)-কে তায়েফের ময়দানে রক্তাক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তাদের ধ্বংসের জন্য বদদোয়া না করে হেদায়েতের দুয়া করেছিলেন। দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে বিপক্ষ দলের শত্রুতা, উপহাস বা নির্যাতনের মুখে তাড়াহুড়ো না করে আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর অবিচল আস্থা রাখা মুমিনদের অন্যতম গুণ। কুরআনে বলা হয়েছে-

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ۚ

"অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ করো, যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। আর তুমি তাদের জন্য তাড়াহুড়ো করো না।" (সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ৩৫)।

নবী-রাসূলদের দাওয়াহ পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত এবং মনস্তাত্ত্বিক। বর্তমানের ডিজিটাল যুগে বা সামাজিক মাধ্যমে যারা দ্বীন প্রচারের কাজ করছেন, তাদের জন্য নবীদের এই 'মানহাজ' বা পদ্ধতি অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। চটকদার আলোচনা বা সস্তা জনপ্রিয়তার পেছনে না ছুটে তাওহীদের প্রাধান্য, নম্র ভাষা, পর্যায়ক্রমিকতা এবং সর্বোপরি নিজের সুউচ্চ চরিত্রের মাধ্যমে দ্বীন প্রচার করাই হলো নবীদের প্রকৃত উত্তরাধিকার।

২.৫ ইসলাম প্রচারের মাধ্যমসমূহ

ইসলাম প্রচারে কোমল আচরণ ও প্রজ্ঞার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। কুরআনে বলা হয়েছে, "তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে।" তাই কাউকে জোরপূর্বক নয়, বরং যুক্তি, ভালোবাসা ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে হবে। একজন মুসলিমের চরিত্রই হতে পারে ইসলামের সর্বোত্তম প্রচার। সততা, আমানতদারিতা, নম্রতা ও মানবসেবার মাধ্যমে মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

ডিজিটাল যুগের পূর্বে ইসলাম প্রচারের জন্য বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী মাধ্যম ব্যবহৃত হতো, যেমন:

- **মসজিদ:** খুতবা ও ওয়াজের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান
- **মাদ্রাসা:** প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা
- **গ্রন্থ ও সাহিত্য:** ইসলামী বই, পুস্তিকা, অনুবাদ
- **ব্যক্তিগত যোগাযোগ:** পরিবার ও সমাজভিত্তিক দাওয়াহ

এই মাধ্যমগুলো দীর্ঘ সময় ধরে কার্যকরভাবে ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ইসলামি দাওয়াহর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রচারের মাধ্যমগুলো সময়ের সাথে সাথে আধুনিকতর হয়েছে:

• **মৌখিক ও চাক্ষুষ প্রচার:** রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে বা হজের মৌসুমে গোত্রে গোত্রে গিয়ে সরাসরি কথা বলার মাধ্যমে দাওয়াহ শুরু হয়।

• **লিখিত মাধ্যম:** খেলাফতের যুগে চিঠিপত্র এবং পরবর্তীতে মুদ্রণযন্ত্রের (Printing Press) আবিষ্কারের পর বই ও লিফলেটের মাধ্যমে জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে।

• **অডিও-ভিজ্যুয়াল যুগ:** বিংশ শতাব্দীতে রেডিও, ক্যাসেট প্লেয়ার এবং পরবর্তীতে স্যাটেলাইট টেলিভিশনের মাধ্যমে জাকির নায়েক বা আহমেদ দিদাতের মতো দাঈগণ বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তা পান।

• **ডিজিটাল বিপ্লব:** বর্তমান সময়টি হলো ইন্টারঅ্যাক্টিভ মিডিয়ার। এখন শ্রোতা কেবল একতরফা কথা শোনেন না, বরং তাৎক্ষণিক প্রশ্ন করতে পারেন, মন্তব্য করতে পারেন এবং মুহূর্তেই একটি ভালো কথা লাখো মানুষের মাঝে শেয়ার করতে পারেন। মিম্বর এখন আর নির্দিষ্ট কোনো ভৌগোলিক অবস্থানে সীমাবদ্ধ নেই; এটি এখন ক্লাউড এবং সার্ভারে বিস্তৃত।

ইসলাম প্রচার একটি মহান দায়িত্ব ও উত্তম ইবাদত। এর মাধ্যমে মানুষ সত্যের পথে আসে এবং সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত নিজের জ্ঞান ও সামর্থ্য অনুযায়ী ইসলামের সুন্দর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তবে তা অবশ্যই প্রজ্ঞা, ধৈর্য ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে হতে হবে। তাহলেই ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রকৃত কল্যাণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

২.৬ আধুনিক যুগে দাওয়াহর রূপান্তর

ইসলাম একটি গতিশীল ও চিরন্তন জীবনব্যবস্থা। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যমগুলো ব্যবহার করেছেন। একবিংশ শতাব্দীতে এসে মানুষের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়া।

আজকের বিশ্বে 'দাওয়াহ' বা ইসলাম প্রচার কেবল মসজিদ কিংবা মাদ্রাসার চার দেয়ালের মাঝে সীমাবদ্ধ নেই। একজন মানুষের পকেটে থাকা স্মার্টফোনটি এখন দাওয়াহর একটি বৈশ্বিক মিম্বর। এই ডিজিটাল যুগে ইসলামের অমিয় বাণী মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার পদ্ধতিগত পরিবর্তনই হলো বর্তমান সময়ের দাওয়াহর প্রকৃত স্বরূপ। এটি যেমন সহজতর হয়েছে, তেমনি এর সাথে যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন মাত্রা ও দায়বদ্ধতা।

প্রযুক্তির উন্নতির ফলে দাওয়াহ কার্যক্রমেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। বিশেষ করে ইন্টারনেট ও সামাজিক মিডিয়ার আবির্ভাব ইসলাম প্রচারের ধরণকে নতুনভাবে রূপান্তরিত করেছে। বর্তমানে দাওয়াহর আধুনিক মাধ্যমগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- অনলাইন লেকচার ও ওয়েবিনার
- ভিডিও কনটেন্ট
- ব্লগ ও আর্টিকেল
- সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম যেমন

এই মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে খুব অল্প সময়ে বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে ইসলামি বার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। তবে এর সাথে নতুন চ্যালেঞ্জও তৈরি হয়েছে, যেমন তথ্যের সত্যতা যাচাই, ভুল ব্যাখ্যা এবং অনলাইন প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থাপনা।

অধ্যায় ৩: সামাজিক মিডিয়া ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নতুন ধারার দাওয়াহ

৩.১ সামাজিক মিডিয়ার সংজ্ঞা

সামাজিক মিডিয়া হলো ইন্টারনেটভিত্তিক এমন একধরনের যোগাযোগ মাধ্যম, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তথ্য তৈরি, শেয়ার এবং পারস্পরিক যোগাযোগ করতে পারে। এটি কেবল তথ্য গ্রহণের মাধ্যম নয়, বরং ব্যবহারকারীরা এখানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে কনটেন্ট তৈরি ও বিনিময় করে। সামাজিক মিডিয়ার মূল বৈশিষ্ট্য হলো—

- ব্যবহারকারীর অংশগ্রহণ
- তাৎক্ষণিক যোগাযোগ
- কনটেন্ট শেয়ারিং
- নেটওয়ার্কভিত্তিক সম্পর্ক

বর্তমান বিশ্বে সামাজিক মিডিয়া ব্যক্তিগত যোগাযোগ থেকে শুরু করে ব্যবসা, শিক্ষা, রাজনীতি এবং ধর্মীয় প্রচারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৩.২ সামাজিক মিডিয়ার প্রকারভেদ

সামাজিক মিডিয়াকে বিভিন্ন ধরনের প্ল্যাটফর্মে বিভক্ত করা যায়, যা তাদের ব্যবহারের ধরন ও বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। নিচে প্রধান কয়েকটি জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম আলোচনা করা হলো:

- **ফেসবুক:** এটি বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। ব্যবহারকারীরা এখানে পোস্ট, ছবি, ভিডিও শেয়ার করতে পারে এবং বিভিন্ন গ্রুপ ও পেজের মাধ্যমে মতামত বিনিময় করতে পারে। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে ফেসবুক লাইভ, ইসলামি পেজ ও গ্রুপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- **ইউটিউব:** ইউটিউব একটি ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম, যেখানে ব্যবহারকারীরা ভিডিও আপলোড, দেখা এবং মন্তব্য করতে পারে। ইসলামি বক্তৃতা, কুরআনের তাফসির, এবং শিক্ষামূলক ভিডিও প্রচারের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত কার্যকর।

- **টিকটক:** এটিও একটি ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম। এখানে ব্যবহারকারীরা মূলত সংক্ষিপ্ত ভিডিও বা রিলস শেয়ার করতে পারে। ইসলামি বক্তৃতা, কুরআনের তাফসির, এবং শিক্ষামূলক ভিডিও প্রচারের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত কার্যকর।
- **ইনস্টাগ্রাম:** ইনস্টাগ্রাম মূলত ছবি ও স্বল্পদৈর্ঘ্য ভিডিও শেয়ারের জন্য ব্যবহৃত হয়। ভিজ্যুয়াল কনটেন্টের মাধ্যমে ইসলামি বার্তা সহজ ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা যায়।
- **টুইটার:** এই প্ল্যাটফর্মটি সংক্ষিপ্ত বার্তা (microblogging) শেয়ারের জন্য ব্যবহৃত হয়। দ্রুত তথ্য প্রচার এবং সমসাময়িক বিষয়ে মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩.৩ সামাজিক মিডিয়ার প্রযুক্তিগত ও যোগাযোগমূলক বৈশিষ্ট্য

সামাজিক মিডিয়ার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা এটিকে অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম থেকে আলাদা করে:

- তাৎক্ষণিকতা (Instantaneity): সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে তথ্য বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।
- ইন্টারঅ্যাকটিভিটি (Interactivity): ব্যবহারকারীরা মন্তব্য, লাইক, শেয়ার এবং মেসেজের মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে।
- ইউজার-জেনারেটেড কনটেন্ট: সামাজিক মিডিয়ায় কনটেন্ট তৈরি করে ব্যবহারকারীরাই। ফলে এটি গণমাধ্যমের তুলনায় বেশি উন্মুক্ত।
- মাল্টিমিডিয়া সাপোর্ট: টেক্সট, ছবি, অডিও এবং ভিডিও—সব ধরনের কনটেন্ট একত্রে ব্যবহার করা যায়।
- অ্যালগরিদম-নির্ভর কনটেন্ট: সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহারকারীর আগ্রহ অনুযায়ী কনটেন্ট প্রদর্শন করে, যা কখনো কখনো তথ্যের সীমাবদ্ধতা তৈরি করে।

৩.৪ ফেসবুক ও ইউটিউব ভিত্তিক দাওয়াহ কার্যক্রম

বর্তমান এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগে মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম এবং জীবনযাত্রায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, বিশেষ করে ফেসবুক ও ইউটিউব মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগের পাশাপাশি এই প্ল্যাটফর্ম দুটি এখন ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন এবং ইসলামি দাওয়াহ (ইসলামের দিকে আহ্বান) প্রসারের অন্যতম প্রধান ও শক্তিশালী মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। চিরাচরিত মসজিদ বা ওয়াজ মাহফিলের গণ্ডি পেরিয়ে ইসলামের সুমহান বাণী এখন ভার্চুয়াল জগতের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে।

বর্তমানে ফেসবুক ও ইউটিউবের মতো বিভিন্ন ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলো দাওয়াহর প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন ফেসবুক ও ইউটিউব ব্যবহার করছেন। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে টার্গেট করে বিশ্বজুড়ে অসংখ্য ইসলামি স্কলার, গবেষক এবং সংগঠন ডিজিটাল দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

- **ফেসবুক ভিত্তিক দাওয়াহ:** ফেসবুকে বিভিন্ন ইসলামি পেজ, গ্রুপ এবং ব্যক্তিগত প্রোফাইলের মাধ্যমে দাওয়াহর কাজ চলছে। এখানে ছোট ছোট ইসলামি উক্তি, হাদিসের উদ্ধৃতি, সচেতনতামূলক পোস্ট, লাইভ প্রশ্নোত্তর সেশন এবং সমসাময়িক বিষয়ের ওপর ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়। ফেসবুক লাইভ ও ইন্টারঅ্যাকশন বর্তমানে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ফেসবুকের 'লাইভ' ফিচারের মাধ্যমে একজন আলেম সরাসরি হাজারো মানুষের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছেন। এটি সরাসরি যোগাযোগ এবং তাৎক্ষণিক সংশয় নিরসনের এক শক্তিশালী মাধ্যম। এছাড়াও ফেসবুক গ্রুপ ও পেজের মাধ্যমে সমমনা মানুষদের নিয়ে দ্বীনি সমাজ বা ভার্চুয়াল কমিউনিটি গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে।

- **ইউটিউব ভিত্তিক দাওয়াহ:** ইউটিউব হলো ভিডিওভিত্তিক দাওয়াহর সবচেয়ে বড় মাধ্যম। এখানে বিখ্যাত আলেমদের পূর্ণাঙ্গ ওয়াজ, খুতবা, সংক্ষিপ্ত শিক্ষণীয় ক্লিপ (Shorts), পডকাস্ট, এবং ইসলামি অ্যানিমেশন বা ডকুমেন্টারি আপলোড করা হয়। নুমান আলী খান, জাকির নায়েক কিংবা দেশীয় পপুলার স্কলারদের আলোচনা ইউটিউবের মাধ্যমেই বৈশ্বিক রূপ পেয়েছে। ভিডিও লেকচার ও

আর্কাইভের ক্ষেত্রে ইউটিউব এখন বিশাল এক দ্বীনি লাইব্রেরি। বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, তাফসীর এবং বিভিন্ন সেমিনারের ভিডিওগুলো এখানে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকে, যা থেকে যুগ যুগ ধরে মানুষ উপকৃত হতে পারে।

ফেসবুক ও ইউটিউব বর্তমান যুগের এক শক্তিশালী অস্ত্র। একে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই। এই প্ল্যাটফর্মগুলোকে নেতিবাচকতা ও অপসংস্কৃতি থেকে মুক্ত রেখে ইসলামের সঠিক, উদার ও কল্যাণকামী রূপ তুলে ধরার জন্য আলেম সমাজ ও প্রযুক্তি সচেতন মুসলিম যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে। সঠিক নিয়তে এবং সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে পরিচালিত ডিজিটাল দাওয়াহ কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী একটি পজিটিভ ইসলামি রেনেসাঁ বা জাগরণ সৃষ্টি করতে পারে।

৩.৫ শর্ট ভিডিও, রিলস এবং ইসলামের মৌলিক বার্তা

মানুষের ধৈর্য কমে আসা এবং দ্রুত তথ্য পাওয়ার প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে 'শর্ট-ফর্ম কন্টেন্ট' ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

• **এক মিনিটে দ্বীন:** ৬০ সেকেন্ড বা তার কম সময়ে একটি হাদিস, একটি দুয়া বা একটি মাসআলা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এই ছোট ছোট ভিডিওগুলো (Reels/Shorts) মানুষের টাইমলাইনে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং বিরক্তির উদ্রেক না করে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেয়।

• **টিকটকের দাওয়াহ বিপ্লব:** বিতর্ক থাকলেও তরুণদের বিশাল একটি অংশ টিকটকে সক্রিয়। অনেক দাঈ এখন এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে অনৈতিক কন্টেন্টের ভিড়ে ইসলামের নৈতিক শিক্ষাগুলো তুলে ধরছেন।

৩.৬ পডকাস্ট: গভীর আলোচনার নতুন দিগন্ত

বর্তমান সময়ে পডকাস্ট হচ্ছে দাওয়াহর সবচেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক ও গভীর মাধ্যম।

• **দীর্ঘ আলোচনা ও বিশ্লেষণ:** ভিডিওর চাকচিক্যের চেয়ে এখানে তথ্যের গভীরতা এবং যুক্তির ওপর জোর দেওয়া হয়। নাস্তিক্যবাদ, সমসাময়িক রাজনীতি বা জটিল ফিকহি বিষয়ে দীর্ঘ সময় নিয়ে আলোচনার জন্য পডকাস্ট একটি আদর্শ মাধ্যম।

• **ভ্রমণকালীন শিক্ষা:** মানুষ গাড়ি চালানোর সময় বা জ্যামে বসে পডকাস্ট শুনতে পারে, যা অবসর সময়কে দ্বীনি জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার সুযোগ করে দেয়।

৩.৭ ইনফোগ্রাফিক ও ভিজ্যুয়াল আর্টের মাধ্যমে দ্বীন প্রচার

বর্তমানে কথার চেয়ে ছবি বা গ্রাফিক্স অনেক সময় বেশি কার্যকর হয়।

• **স্মার্ট দাওয়াহ:** জটিল কোনো মাসআলা বা ইসলামের ইতিহাসকে যখন ইনফোগ্রাফিক (ছক বা চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন) আকারে প্রকাশ করা হয়, তখন তা মানুষের স্মৃতিতে বেশি স্থায়ী হয়।

• **ইনস্টাগ্রাম ও পিন্টারেস্ট:** এসব প্ল্যাটফর্মে ক্যালিগ্রাফি, সুন্দর ডিজাইনের ইসলামিক উক্তি এবং নৈতিক উপদেশমূলক পোস্টের মাধ্যমে দাওয়াহর নান্দনিক দিকটি ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে।

৩.৮ নতুন ধারার দাঈ: বহুমুখী যোগ্যতা

প্রযুক্তির উৎকর্ষতা দাওয়াহর চিরাচরিত পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন এনেছে। আগে দাওয়াহর জন্য কেবল খতিব বা ওয়ায়েজিনের প্রয়োজন হতো, কিন্তু বর্তমান সময়ে একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, গ্রাফিক ডিজাইনার বা ভিডিও এডিটরও দাওয়াহর ময়দানে বড় ভূমিকা রাখছেন। এই অধ্যায়ে আমরা দাওয়াহর আধুনিক প্ল্যাটফর্মসমূহ এবং প্রচারের নতুন মাধ্যমগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

বর্তমান সময়ের দাঈ বা ইসলাম প্রচারক কেবল ধর্মীয় জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ নন, বরং তারা প্রযুক্তিতেও দক্ষ।

• **ডিজিটাল লিটারেসি:** আধুনিক দাঈগণ বোঝেন কোন সময়ে পোস্ট করতে হয়, কোন থাম্বনেইলটি দর্শককে আকৃষ্ট করবে এবং কীভাবে অ্যালগরিদম কাজ করে।

• **সহজবোধ্য ভাষা:** তারা গুরুগম্ভীর ভাষার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় এবং প্রাসঙ্গিক উদাহরণ দিয়ে কথা বলেন, যা বর্তমান প্রজন্মের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য।

সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতিটি প্ল্যাটফর্মের নিজস্ব ভাষা ও শ্রোতা রয়েছে। একজন সফল দাঈ হলেন তিনি, যিনি প্রতিটি প্ল্যাটফর্মের বৈশিষ্ট্য বুঝে সেখানে ইসলামের সঠিক বার্তাটি রোপণ করতে পারেন। প্ল্যাটফর্ম যাই হোক—লক্ষ্য যখন মানুষের হেদায়েত, তখন কৌশল হতে হয় আধুনিক এবং যুগোপযোগী।

৩.৯ বাংলাদেশে সামাজিক মিডিয়ার ব্যবহার প্রবণতা

বাংলাদেশে গত এক দশকে সামাজিক মিডিয়ার ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনের সহজলভ্যতার কারণে দেশের তরুণ প্রজন্ম সামাজিক মিডিয়ার প্রধান ব্যবহারকারী হিসেবে পরিচিত।

বাংলাদেশে সামাজিক মিডিয়া ব্যবহারের কিছু বৈশিষ্ট্য হলো:

- ফেসবুক সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত প্ল্যাটফর্ম
- ইউটিউব শিক্ষামূলক ও বিনোদনমূলক কনটেন্টের জন্য জনপ্রিয়
- তরুণরা ইনস্টাগ্রাম ও শর্ট ভিডিও প্ল্যাটফর্মে বেশি সক্রিয়
- ধর্মীয় কনটেন্টের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে

সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামি বক্তৃতা, লাইভ আলোচনা এবং ধর্মীয় শিক্ষামূলক কনটেন্ট সামাজিক মিডিয়ায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ফলে দাওয়াহ কার্যক্রমের একটি বড় অংশ এখন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তরিত হয়েছে।

অধ্যায় ৪: সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের সুফল

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়া বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এই মাধ্যমটি দাওয়াহর ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এই অধ্যায়ে আমরা দাওয়াহর ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রধান সুফলগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

৪.১ দ্রুত ও ব্যাপক প্রসার

সামাজিক মিডিয়ার অন্যতম বড় সুবিধা হলো এর দ্রুততা এবং ব্যাপকতা। অতীতে ইসলাম প্রচারের জন্য শারীরিক উপস্থিতি, সময় এবং নির্দিষ্ট স্থানের প্রয়োজন হতো। তখন একজন দাঈ বা আলেম শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট এলাকার মানুষের কাছেই পৌঁছাতে পারতেন। কিন্তু বর্তমানে সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই একটি বার্তা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

- বৈশ্বিক ব্যাপ্তি: এখন ঢাকার একটি স্টুডিওতে বসে রেকর্ড করা ভিডিও মুহূর্তের মধ্যে ইউরোপ, আমেরিকা বা আফ্রিকার কোনো প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ফেসবুকে একটি পোস্ট বা ইউটিউবে একটি ভিডিও আপলোড করলে তা লক্ষাধিক মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে। এর ফলে দাওয়াহ কার্যক্রম ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করেছে।

- ভাষা ও অনুবাদের শক্তি: ইউটিউব বা ফেসবুকের স্বয়ংক্রিয় সাবটাইটেল এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারের ফলে আরবী বা বাংলা বয়ান এখন ভিন্নভাষীরাও বুঝতে পারছে। এর ফলে ইসলামের দাওয়াত কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না।

৪.২ ব্যয়-সাশ্রয়ী প্রচার ব্যবস্থা

প্রচলিত দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনায় যেমন—সেমিনার আয়োজন, বই প্রকাশ, বা ভ্রমণ—উল্লেখযোগ্য অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সামাজিক মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে খুব কম খরচে বা অনেক ক্ষেত্রে বিনামূল্যে ইসলাম প্রচার করা সম্ভব। একজন বক্তা বা দাওয়াহ কর্মী সহজেই একটি মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহার করে তার বক্তব্য হাজারো মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। ফলে এটি একটি অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পূর্বে একটি টেলিভিশন চ্যানেল পরিচালনা বা বড় ধরনের সম্মেলন করার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হতো। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া দাওয়াহকে অত্যন্ত সাশ্রয়ী করে দিয়েছে।

- **বিনা খরচে প্রচার:** একটি ফেসবুক পেজ বা ইউটিউব চ্যানেল খুলতে কোনো টাকা লাগে না। সাধারণ একটি স্মার্টফোন ব্যবহার করেই দাওয়াহর বার্তা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।

- **২৪/৭ অ্যাক্সেস:** কোনো লাইভ প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গেলেও তা ইন্টারনেটে থেকে যায়। ফলে একজন মানুষ তার সুবিধাজনক সময়ে (যেমন: অফিস বিরতিতে বা যাতায়াতের সময়) দ্বীনি আলোচনা শোনার সুযোগ পায়।

৪.৩ তরুণ প্রজন্মের কাছে সহজ পৌঁছানো

বর্তমান সময়ে তরুণ প্রজন্ম সামাজিক মিডিয়ার সবচেয়ে বড় ব্যবহারকারী। তারা নিয়মিতভাবে ফেসবুক, ইউটিউব, ইন্সটাগ্রাম এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে। এই প্রেক্ষাপটে সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামি বার্তা তরুণদের কাছে সহজে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে। তাদের ভাষা, আগ্রহ এবং প্রযুক্তিগত অভ্যাস অনুযায়ী কনটেন্ট তৈরি করলে দাওয়াহ আরও কার্যকর হয়।

- **তাদের প্লাটফর্মে তাদের ভাষা:** গতানুগতিক মাহফিল বা দীর্ঘ আলোচনার চেয়ে তরুণরা ছোট ছোট ভিডিও (Shorts/Reels) এবং আধুনিক গ্রাফিক্স পছন্দ

করে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো যখন আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়, তখন তা তরুণদের হৃদয়ে দ্রুত দাগ কাটে।

- **সংশয় নিরসন:** তরুণ মনে জন্ম নেওয়া আধুনিক জীবনের নানা প্রশ্ন ও সংশয়ের উত্তর এখন ডিজিটাল কন্টেন্টের মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে, যা তাদের ইসলামের পথে অবিচল রাখতে সহায়ক।

৪.৪ লাইভ দাওয়াহ, ওয়েবিনার ও অনলাইন ক্লাস

সামাজিক মিডিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হলো লাইভ সম্প্রচার এবং অনলাইন শিক্ষার সুযোগ। বর্তমানে বিভিন্ন ইসলামি বক্তা লাইভ লেকচার, ওয়েবিনার এবং অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামি শিক্ষা প্রদান করছেন। YouTube লাইভ, Facebook লাইভ ইত্যাদির মাধ্যমে সরাসরি প্রশ্নোত্তর সেশন আয়োজন করা সম্ভব, যা শিক্ষাকে আরও ইন্টারঅ্যাকটিভ করে তোলে।

বর্তমানে অনেক ইসলামি বক্তা ও প্রতিষ্ঠান সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে সফলভাবে দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। তাদের ভিডিও, পোস্ট এবং অনলাইন লেকচার লক্ষাধিক মানুষ অনুসরণ করছে। ডিজিটাল দাওয়াহর মাধ্যমে—

- কুরআনের তাফসির সহজভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে
- ইসলামি জীবনধারা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে
- নতুন প্রজন্ম ধর্মীয় বিষয়ে আগ্রহী হচ্ছে

এছাড়া সংক্ষিপ্ত ভিডিও (short content), ইনফোগ্রাফিক এবং অ্যানিমেশনের মাধ্যমে জটিল বিষয়গুলো সহজভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছে।

৪.৫ আন্তঃধর্মীয় সংলাপের সুযোগ

সামাজিক মিডিয়া বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি এবং মতাদর্শের মানুষের মধ্যে যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এর ফলে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা, ব্যাখ্যা এবং ভুল ধারণা দূর করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এই ধরনের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ পারস্পরিক

বোঝাপড়া বৃদ্ধি করে এবং সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। সোশ্যাল মিডিয়া এখন একটি বড় ভার্চুয়াল মাদ্রাসায় পরিণত হয়েছে।

• **দূরশিক্ষণ (Distance Learning):** ঘরে বসেই শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত শেখা, আরবি ভাষা শিক্ষা এবং হিফজ সম্পন্ন করার অগণিত সুযোগ তৈরি হয়েছে।

• **ফতোয়া ও মাসআলা-মাসায়েল:** সাধারণ মানুষ তাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা জটিলতায় বিশ্বস্ত আলেমদের সাথে সরাসরি প্রশ্ন- উত্তরের মাধ্যমে সমাধান পাচ্ছে। বিভিন্ন অ্যাপ ও গ্রুপের মাধ্যমে সহীহ দ্বীনি জ্ঞান অর্জন আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়ে গেছে।

৪.৬ সহজ অনুসন্ধান ও সংরক্ষণ:

ইউটিউবে যেকোনো বিষয়ের (যেমন: সালাত, যাকাত, মাসায়েল, পারিবারিক জীবন ইত্যাদি) ওপর সার্চ করলেই মুহূর্তের মধ্যে শত শত তথ্যসমৃদ্ধ ভিডিও পাওয়া যায়, যা পূর্বে কিতাব বা ক্যাসেট খুঁজে বের করতে হতো। এগুলো ডাইনলোড এবং সংরক্ষণও সহজেই করা যায় যাতে পরবর্তীতে প্রয়োজন হলেই সাথে সাথে বের করা যায়।

৪.৭ ইসলামোফোবিয়া মোকাবিলায় সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে মিডিয়ার একটি বড় অংশ ইসলামের একটি নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করে। সোশ্যাল মিডিয়া মুসলিম উম্মাহকে নিজেদের কথা বলার একটি স্বাধীন মঞ্চ দিয়েছে।

• **ভুল তথ্যের তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ:** ইসলাম বা রাসূল (সা.) সম্পর্কে কোনো বিভ্রান্তি ছড়ানো হলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মুসলিম দাঈ এবং তরুণরা তাৎক্ষণিক দলিলভিত্তিক জবাব প্রদান করতে পারেন।

• **ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশ:** উদারতা, মানবসেবা, এবং ইসলামের শান্তির বাণী সরাসরি মানুষের সামনে তুলে ধরার মাধ্যমে ইসলামোফোবিয়া বা ইসলাম সম্পর্কে অহেতুক ভয় দূর করা সম্ভব হচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম দাওয়াহর জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ নেয়ামত। এটি যেমন দাঈদের জন্য কোটি মানুষের কাছে পৌঁছানোর পথ খুলে দিয়েছে, তেমনি সাধারণ মানুষের জন্য দ্বীন শেখার প্রক্রিয়াকে করেছে সহজ ও সাবলীল। তবে এই বিশাল সুযোগকে ইখলাস ও হিকমতের সাথে ব্যবহার করাই হলো প্রকৃত সফলতা।

অধ্যায় ৫: সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের সীমাবদ্ধতা

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেমন দাওয়াহর অবারিত সুযোগ তৈরি করেছে, তেমনি এটি কিছু জটিল চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতাও সামনে এনেছে। এই মাধ্যমটি নিয়ন্ত্রণহীন হওয়ার কারণে অনেক সময় কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ বেশি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এই অধ্যায়ে আমরা সেই সীমাবদ্ধতাগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

৫.১ ভুল তথ্য ও অপপ্রচার

সামাজিক মিডিয়ার একটি বড় সীমাবদ্ধতা হলো ভুল তথ্য (misinformation) এবং অপপ্রচার (disinformation) দ্রুত ছড়িয়ে পড়া। যেহেতু এখানে কনটেন্ট প্রকাশের জন্য কোনো কঠোর যাচাইকরণ প্রক্রিয়া নেই, তাই যে কেউ যাচাই-বাছাই ছাড়াই ধর্মীয় বিষয়বস্তু প্রচার করতে পারে। ফেসবুক বা ইউটিউবে প্রায়ই এমন কনটেন্ট দেখা যায় যেখানে কুরআন বা হাদিসের ভুল উদ্ধৃতি দেওয়া হয় অথবা প্রসঙ্গবিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং ইসলামের প্রকৃত বার্তা বিকৃত হতে পারে।
সোশ্যাল মিডিয়ার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো তথ্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা।

• **জাল হাদিসের ছড়াছড়ি:** অনেক সময় লাইক বা শেয়ার পাওয়ার আশায় অনেক আবেগপ্রবণ ব্যবহারকারী রেফারেন্স ছাড়াই দুর্বল বা জাল হাদিস প্রচার করেন।

• **অর্ধসত্য তথ্য:** কোনো বড় আলেমের বক্তব্যের নির্দিষ্ট অংশ কেটে (Context ছাড়া) প্রচার করার ফলে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। ইন্টারনেটে একবার কোনো ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়লে তা সংশোধন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৫.২ ধর্মীয় ভুল ব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তি

ইসলাম একটি গভীর ও জ্ঞানভিত্তিক ধর্ম। এর সঠিক ব্যাখ্যার জন্য কুরআন, হাদিস, ফিকহ এবং অন্যান্য ইসলামী জ্ঞানের গভীর অধ্যয়ন প্রয়োজন। কিন্তু সামাজিক মিডিয়ায়

অনেক সময় অপ্রশিক্ষিত বা অল্প জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ধর্মীয় বিষয়ে মতামত প্রদান করে, যা ভুল ব্যাখ্যার জন্ম দেয়। এর ফলে—

- মতবিরোধ বৃদ্ধি পায়
- ভুল আকীদা বা ধারণা তৈরি হয়
- সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়

এই সমস্যা দাওয়াহ কার্যক্রমের বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

৫.৩ তর্ক ও বিতর্ক

সোশ্যাল মিডিয়া মানুষকে বাকস্বাধীনতা দিলেও অনেক ক্ষেত্রে তা অপব্যবহারের শিকারে পরিণত হয়। ফলে গঠনমূলক আলোচনার চেয়ে কাদা ছোড়াছুড়ির আধিক্যই বেশি দেখা যায়।

• **ফিরকাগত কোন্দল:** বিভিন্ন মাজহাব বা মতাদর্শের অনুসারীরা অনেক সময় গঠনমূলক আলোচনার পরিবর্তে একে অপরকে কাফের বা গোমরাহ আখ্যা দিতে লিপ্ত হয়। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়।

• **কমেন্ট সেকশনের যুদ্ধ:** একটি দ্বীনি আলোচনার নিচে কমেন্ট বক্সে যখন অশালীন ভাষা ও বিতণ্ডা চলে, তখন সেই আলোচনার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়।

৫.৪ মনোরঞ্জন বনাম দাওয়াহ:

অ্যালগরিদমের মন জুগিয়ে চলতে গিয়ে অনেক দাঈ অনিচ্ছাকৃতভাবে দাওয়াহকে 'বিনোদন' বা 'এন্টারটেইনমেন্ট'-এ পরিণত করছেন। এ কারণে অনেক ক্ষেত্রে এই সস্তা জনপ্রিয়তার দৌড়ে দ্বীনের গাম্ভীর্য হারানোর ঝুঁকি থাকে।

• **থাম্বনেইল ও ক্লিকবেইট::** দর্শক টানার জন্য অনেক সময় চটকদার ও বিভ্রান্তিকর শিরোনাম (Clickbait) ব্যবহার করা হয়, যা দ্বীনি গাম্ভীর্যের পরিপন্থী।

• **পারফর্মেন্স বনাম প্রচার:** ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেয়ে নিজের ফলোয়ার বাড়ানো বা ভাইরাল হওয়ার মানসিকতা অনেক সময় দাঈর ইখলাস বা নিষ্ঠাকে নষ্ট করে দেয়।

৫.৫ সাইবার বুলিং ও ফেতনা

অনলাইন জগতে দাঈ বা ইসলাম প্রচারকরা প্রায়ই সাইবার আক্রমণের শিকার হন। সামাজিক মিডিয়ায় ট্রোলিং, বিদ্বেষমূলক মন্তব্য এবং আক্রমণাত্মক আচরণ একটি সাধারণ সমস্যা। ধর্মীয় বিষয়গুলো বিশেষভাবে সংবেদনশীল হওয়ায় ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এই ধরনের আচরণ বেশি দেখা যায়। ইনস্টাগ্রাম, টুইটার বা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে ইসলামি কনটেন্ট শেয়ার করলে অনেক সময় নেতিবাচক মন্তব্য, উপহাস বা বিদ্বেষমূলক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়।

এর ফলে—

- দাওয়াহ কর্মীরা মানসিকভাবে নিরুৎসাহিত হতে পারে
- গঠনমূলক আলোচনা বাধাগ্রস্ত হয়
- ভুল বোঝাবুঝি বৃদ্ধি পায়

বর্তমানে কোনো দাঈর কোনো একটি ভুলকে কেন্দ্র করে তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ট্রল করা বা মানহানি করা একটি নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এছাড়াও নারী দাঈরা যখন দ্বীন প্রচারের কাজ করেন, তখন তাদের অনেক সময় কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য বা সাইবার হ্যারাসমেন্টের মোকাবিলা করতে হয়, যা তাদের কাজে নিরুৎসাহিত করে।

৫.৬ মনোযোগের স্বল্পতা ও অগভীর জ্ঞান

সামাজিক মিডিয়ায় সাধারণত সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত কনটেন্ট জনপ্রিয়। এর ফলে গভীর ও বিশ্লেষণধর্মী বিষয়গুলো অনেক সময় যথাযথভাবে উপস্থাপন করা যায় না।

বিশেষ করে Instagram বা এ ধরনের শর্ট ভিডিও প্ল্যাটফর্মগুলোতে সংক্ষিপ্ত বার্তার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতে ইসলামি শিক্ষার গভীরতা অনেক সময় হারিয়ে যায় এবং ব্যবহারকারীরা অগভীর জ্ঞানে সীমাবদ্ধ থাকে।

৫.৭ সাইবার নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা সমস্যা

সামাজিক মিডিয়া ব্যবহারের সাথে সাইবার নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার ঝুঁকি জড়িত। ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হওয়া, অ্যাকাউন্ট হ্যাক হওয়া বা প্রতারণার শিকার হওয়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটে।

ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে—

- দাওয়াহ কর্মীদের অ্যাকাউন্ট হ্যাক হতে পারে
- ভুয়া প্রোফাইল তৈরি করে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হতে পারে
- ব্যক্তিগত তথ্য অপব্যবহার হতে পারে

এই বিষয়গুলো সামাজিক মিডিয়ায় কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

৫.৮ বাণিজ্যিকীকরণ

ফেসবুক ও ইউটিউব থেকে বিভিন্ন কনটেন্ট শেয়ার করে অর্থ উপার্জনের (Monetization) সুযোগ রয়েছে। এই কারণে অনেক সময় কিছু অসৎ মানুষের কাছে দ্বীনের প্রচারের চেয়ে অর্থনৈতিক লাভ বা ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার আকাঙ্ক্ষা মুখ্য হয়ে ওঠে। তারা যাচাই বাছাই না করেই শুধুমাত্র অর্থনৈতিক লাভের আশায় অধিক ভিউ এর লক্ষ্যে ভিত্তিহীন ইসলামিক কনটেন্ট শেয়ার করে। যার কারণে স্বল্প-জ্ঞানসম্পন্ন ও সাধারণ মানুষের কাছে বিভ্রান্তিকর তথ্য পৌছে যায়।

৫.৯ অ্যালগরিদমিক সীমাবদ্ধতা

সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো অ্যালগরিদমের মাধ্যমে কনটেন্ট প্রদর্শন করে। এই অ্যালগরিদম ব্যবহারকারীর আগ্রহ, পছন্দ এবং পূর্ববর্তী কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে কনটেন্ট নির্বাচন করে। ফলে—

- সব ধরনের কনটেন্ট সমানভাবে মানুষের কাছে পৌঁছায় না
- গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি বার্তা অনেক সময় সীমিত দর্শকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে
- sensational বা বিতর্কিত কনটেন্ট বেশি প্রচার পায়

এই অ্যালগরিদমিক সীমাবদ্ধতা দাওয়াহ কার্যক্রমের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করতে পারে। কারণ সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদম এমনভাবে তৈরি যে, এটি ব্যবহারকারীকে কেবল তার পছন্দের জিনিসই দেখায়।

• **ইকো চেম্বার ইফেক্ট:** একজন মানুষ যদি নির্দিষ্ট কোনো ঘরানার আলোচনা শোনেন, তবে ফেসবুক বা ইউটিউব তাকে কেবল সেই ঘরানার ভিডিওই সাজেস্ট করবে। এতে মানুষের চিন্তা সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং সে ভিন্নমতের প্রতি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

• **পরিবর্তন কঠিন:** যারা ইসলাম থেকে দূরে আছেন, অ্যালগরিদম অনেক সময় তাদের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছাতে বাধা দেয় যদি না তারা নিজেরা তা অনুসন্ধান করেন।

সোশ্যাল মিডিয়া একটি দুইধারী তলোয়ার। এর যেমন সুফল আছে, তেমনি এর প্রতিটি পদে রয়েছে ফেতনা ও বিভ্রান্তির ফাঁদ। ইসলামের সঠিক বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছাতে হলে এই সীমাবদ্ধতাগুলো সম্পর্কে দাঈ ও সাধারণ শ্রোতা—উভয়কেই সচেতন হতে হবে। কেবল আবেগের বশবর্তী হয়ে শেয়ারিং নয়, বরং ইলম ও হিকমতের সমন্বয়ই পারে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে।

অধ্যায় ৬: নৈতিকতা ও সতর্কতা

সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলামের নিজস্ব কিছু আদব ও নীতিমালা রয়েছে। যেহেতু এই প্ল্যাটফর্মটি অত্যন্ত উন্মুক্ত, তাই এখানে নৈতিকতার স্খলন ঘটার সম্ভাবনাও অনেক বেশি। এই অধ্যায়ে আমরা অনলাইনে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে পালনীয় নৈতিক গুণাবলি ও প্রয়োজনীয় সতর্কতা নিয়ে আলোচনা করব।

৬.১ ইখলাস (নিষ্ঠা) বনাম ভাইরাল হওয়ার মোহ

ইসলামি দাওয়াহর মূল ভিত্তি হলো 'ইখলাস' বা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

- **নিয়ত যাচাই:** প্রতিটি পোস্ট, ভিডিও বা কমেন্ট করার আগে নিজেকে প্রশ্ন করা—আমি কি এটি আল্লাহর দ্বীন প্রচারের জন্য করছি, নাকি নিজের ফলোয়ার বা রিচ বাড়ানোর জন্য?

- **ভাইরাল সংস্কৃতি:** অনেক সময় অধিক লাইক ও শেয়ার পাওয়ার মোহ একজন দাঈকে সত্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে। মনে রাখতে হবে, ইসলামে সংখ্যার চেয়ে গুণগত মান এবং সত্যতা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

৬.২ অনলাইনে দাওয়াহর আদব ও নীতিমালা

কথার মাধুর্য ও ব্যবহারের নমনীয়তা দাওয়াহর অপরিহার্য অংশ।

- **কঠোরতা বর্জন:** অনলাইনে কাউকে হেয় করা, গালি দেওয়া বা আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করা দাওয়াহর নীতির পরিপন্থী। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

"পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, আর আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও মিসকিনদের সাথেও; এবং মানুষের সাথে সদলাপে কথা বলবে, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দেবে" (সূরা বাকারা: ৮৩)।

- **তর্কে লিপ্ত না হওয়া:** অনর্থক বিতর্ক সময় নষ্ট করে এবং অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি গৃহের নিশ্চয়তা দিয়েছেন, যে সত্যের ওপর থাকা সত্ত্বেও অনর্থক তর্ক পরিহার করে।

৬.৩ উৎস উল্লেখের গুরুত্ব এবং কপিরাইট মাসআলা

ইন্টারনেটে তথ্যের অবাধ প্রবাহের কারণে অন্যের কষ্টলব্ধ কাজ চুরি করা বা নিজের নামে চালিয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

• **আমানতদারিতা:** কোনো আলেম বা লেখকের উদ্ধৃতি দেওয়ার সময় অবশ্যই তার নাম উল্লেখ করা উচিত। রেফারেন্স ছাড়া দ্বীনি কথা প্রচার করা তথ্যের আমানত খিয়ানত করার শামিল।

• **কপিরাইট ও মেধা স্বত্ব:** অন্যের তৈরি করা গ্রাফিক্স বা ভিডিও অনুমতি ছাড়া নিজের লোগো লাগিয়ে প্রচার করা ইসলামি নীতি অনুসারে অনুচিত। দাওয়াহর ময়দানেও সততা বজায় রাখা ঈমানি দায়িত্ব।

৬.৪ নারী ও পুরুষ দাঈদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের সীমারেখা

সোশ্যাল মিডিয়ায় নারী-পুরুষের অবাধ মিথস্ক্রিয়া অনেক সময় ফেতনার সৃষ্টি করে।

• **পর্দা ও শালীনতা:** অনলাইনে কোনো কিছু প্রচার করার সময় পর্দা ও দৃষ্টির হেফাজতের বিধানগুলো সমানভাবে প্রযোজ্য।

• **ব্যক্তিগত গোপনীয়তা:** দাঈদের উচিত তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অতি-প্রদর্শন (Over-sharing) না করা।

• **কমেন্ট বক্সে সতর্কতা:** পরপুরুষ বা পরনারীর সাথে অপ্রয়োজনীয় চ্যাট বা মন্তব্য আদান-প্রদান থেকে বিরত থাকা উচিত।

৬.৫ গুজব ও মিথ্যাচার রোধে সতর্কতা

যেকোনো খবর শোনার পর, বিশেষ করে তা যদি কোনো অনির্ভরযোগ্য বা বিতর্কিত ব্যক্তির মাধ্যমে আসে, তবে তা অন্ধভাবে বিশ্বাস না করে আগে সত্যতা যাচাই করা প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব। যাচাই ছাড়া কোনো পদক্ষেপ নিলে নির্দোষ মানুষের ক্ষতি হতে পারে, যার ফলে পরবর্তীতে নিজেদেরই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হয়।
পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ

"হে মুমিনগণ**!** যদি কোনো পাপাচারী **(**ফাসেক**)** ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে**,** তবে তোমরা তা যাচাই করে নাও**,** যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি না করে বসো এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদের অনুতপ্ত হতে না হয়।**"** (সূরা হুজুরাত: ৬)।
যেকোনো ধর্মীয় পোস্ট শেয়ার করার আগে এর সত্যতা ও হাদিসের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত হতে হবে। 'শেয়ার করলেই সওয়াব'—এই মানসিকতা নিয়ে না যাচাই করে মিথ্যা তথ্য ছড়ানো কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৬.৬ ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন

ইসলামের দৃষ্টিতে দাওয়াহ একটি মহান দায়িত্ব, যা অবশ্যই জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং উত্তম আচরণের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া উচিত।
পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

“তোমরা প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর।” (সূরা আন-নাহল:১২৫)
এই নির্দেশনার আলোকে সামাজিক মিডিয়ার ব্যবহার মূল্যায়ন করলে দেখা যায়:

ইতিবাচক দিক

- দাওয়াহর বিস্তার সহজ হয়েছে

- জ্ঞান প্রচার দ্রুত হয়েছে
- নতুন প্রজন্ম ধর্মীয় বিষয়ে আগ্রহী হয়েছে

সতর্কতার বিষয়

- যাচাইকৃত জ্ঞান ছাড়া কিছু প্রচার করা উচিত নয়
- বিতর্ক ও বিদ্বেষ এড়িয়ে চলা প্রয়োজন
- সত্য ও নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে কনটেন্ট তৈরি করা উচিত

ইসলামের দৃষ্টিতে দাওয়াহর মূল লক্ষ্য হলো মানুষের কল্যাণ এবং সত্যের পথে আহ্বান। তাই সামাজিক মিডিয়া ব্যবহারেও এই লক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সোশ্যাল মিডিয়া একটি কাঁচের ঘরের মতো, যেখানে আপনার প্রতিটি পদচারণা সংরক্ষিত হচ্ছে এবং আল্লাহর কাছে এর হিসাব দিতে হবে। নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে কেবল প্রচারের পেছনে ছোটা একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। এই প্ল্যাটফর্মকে পরকালের পাথেয় বানাতে হলে সতর্ক থাকা এবং ইসলামের সুমহান আদব বজায় রাখা অপরিহার্য।

অধ্যায় ৭: প্রতিকার ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইসলাম প্রচারের সুফল ও চ্যালেঞ্জগুলো পর্যালোচনার পর এটি স্পষ্ট যে, আমরা এই মাধ্যমটিকে বর্জন করতে পারব না। বরং বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনা ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের মাধ্যমে একে আরও কার্যকর করতে হবে। এই অধ্যায়ে আমরা ভবিষ্যৎ দাওয়াহর রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করব।

৭.১ একটি সমন্বিত ডিজিটাল দাওয়াহ বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমানে অনলাইনে দাওয়াহর কাজ হচ্ছে অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবে। একে একটি সুশৃঙ্খল কাঠামোর মধ্যে আনা জরুরি।

- **সেন্ট্রাল ফ্যাক্ট-চেকিং ইউনিট:** ইন্টারনেটে ইসলাম নিয়ে ছড়িয়ে পড়া বিভ্রান্তি বা জাল হাদিস শনাক্ত করার জন্য আলেম ও প্রযুক্তিবিদদের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড থাকা প্রয়োজন, যারা নিয়মিত তথ্যের সত্যতা যাচাই (Fact Check) করবে।
- **আলেমদের জন্য ডিজিটাল প্রশিক্ষণ:** প্রবীণ ও বিজ্ঞ আলেমদের আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করা, যাতে তারা সরাসরি এই ময়দানে নেতৃত্ব দিতে পারেন।

৭.২ প্রযুক্তিগত দক্ষতার সাথে ইলমী যোগ্যতার সমন্বয়

কেবল ইসলামি জ্ঞান থাকলেই ডিজিটাল দাওয়াহ সফল হয় না, আবার কেবল ভিডিও এডিটিং জানলেও দ্বীন প্রচার করা যায় না।

- **যুগোপযোগী উপস্থাপনা:** বর্তমান প্রজন্মের মনস্তত্ত্ব বুঝতে হবে। দীর্ঘ আলোচনার পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত ও টু-দ্য-পয়েন্ট আলোচনার ওপর জোর দিতে হবে।
- **মানসম্মত কন্টেন্ট:** দাওয়াহর কাজে ব্যবহৃত গ্রাফিক্স, সাউন্ড এবং ভিডিও কোয়ালিটি যাতে পেশাদার হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। ইসলামের বার্তা যেন 'নিম্নমানের' উপস্থাপনার কারণে অবহেলিত না হয়।

৭.৩ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং ইসলাম প্রচারের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

ভবিষ্যৎ পৃথিবী হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার। ইসলাম প্রচারকেও এই স্রোতের সাথে ইতিবাচকভাবে যুক্ত করতে হবে।

- **এআই চ্যাটবট:** সাধারণ মানুষ যেন তাদের প্রাত্যহিক জীবনের ছোটখাটো মাসআলা বা ইসলামের প্রাথমিক তথ্যগুলো সরাসরি এআই-এর মাধ্যমে পেতে পারে, এমন সিস্টেম তৈরি করা (যেখানে উত্তরগুলো বিশ্বস্ত সোর্স থেকে আসবে)।
- **ভাষা রূপান্তর:** এআই ব্যবহার করে আরবী বা ইংরেজি ভাষার বিখ্যাত সব কিতাব ও লেকচার মুহূর্তের মধ্যে বাংলায় রূপান্তর করে প্রচার করা।

৭.৪ সুস্থ ও বিকল্প প্ল্যাটফর্ম তৈরির গুরুত্ব

মূলধারার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যালগরিদম অনেক সময় অনৈতিক কন্টেন্টকে প্রাধান্য দেয়।

- **বিকল্প ব্যবস্থা:** মুসলিম উম্মাহর নিজস্ব ভিডিও শেয়ারিং বা লার্নিং প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার চেষ্টা করা, যেখানে দ্বীনি গাম্ভীর্য ও পর্দার বিধান বজায় রেখে জ্ঞান আদান-প্রদান করা সম্ভব হবে।
- **লাইব্রেরি ও অ্যাপস:** বিষয়ভিত্তিক হাদিস, ফিকহ এবং সিরাতের ডাটাবেজ সমৃদ্ধ উন্নত মানের মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা।

৭.৫ দাঈ ও শ্রোতাদের জন্য 'ডিজিটাল ইথিক্স' বা নীতিশিক্ষা

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি বড় অংশ হতে হবে ব্যবহারকারীদের সচেতন করা।

- **সচেতনতা কর্মসূচি:** সাধারণ মানুষকে শেখানো যে, অনলাইনে কোনো কিছু দেখলেই শেয়ার করা যাবে না।
- **সমালোচনা গ্রহণ:** দাঈদের মধ্যে গঠনমূলক সমালোচনা শোনার মানসিকতা তৈরি করা এবং ইগো বা ব্যক্তিগত রেষারেষি পরিহার করে একতাবদ্ধ হওয়া।

৭.৬ দায়িত্বশীল দাওয়াহর নীতিমালা

সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার কার্যকর করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন দায়িত্বশীল দাওয়াহর নীতিমালা অনুসরণ করা। ইসলামে দাওয়াহ কেবল তথ্য প্রচার নয়; বরং এটি একটি নৈতিক ও জ্ঞানভিত্তিক দায়িত্ব।

প্রথমত, কনটেন্ট অবশ্যই সহিহ (প্রামাণ্য) উৎসের উপর ভিত্তি করে হতে হবে—যেমন কুরআন, সহিহ হাদিস এবং স্বীকৃত আলেমদের ব্যাখ্যা। দ্বিতীয়ত, ভাষা হতে হবে নম্র, যুক্তিনির্ভর এবং সহনশীল। তৃতীয়ত, বিতর্কিত ও বিভ্রান্তিকর বিষয় এড়িয়ে চলা উচিত, বিশেষ করে যখন তা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

সামাজিক মিডিয়ায় প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ধৈর্য ও সৌজন্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অনলাইন পরিবেশে উত্তেজনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, যা দাওয়াহর উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করতে পারে।

৭.৭ দাওয়াহ কার্যক্রমে ভারসাম্যের প্রয়োজনীয়তা

ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সামাজিক মিডিয়ার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে সুফল ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি।

দাওয়াহর মূল লক্ষ্য হলো মানুষের কল্যাণ, সত্যের প্রচার এবং নৈতিক উন্নয়ন। তাই সামাজিক মিডিয়ায় ইসলাম প্রচারের সময়—

- সত্যতা যাচাই করা
- নম্র ও যুক্তিনির্ভর ভাষা ব্যবহার করা
- বিভ্রান্তিকর বিষয় এড়িয়ে চলা
- সহনশীলতা ও সৌজন্য বজায় রাখা

এসব বিষয় অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৭.৮ ডিজিটাল লিটারেসি উন্নয়ন

সামাজিক মিডিয়ার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে ডিজিটাল লিটারেসি বা ডিজিটাল সাক্ষরতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজন। ব্যবহারকারীদের শেখাতে হবে কীভাবে সঠিক তথ্য যাচাই করতে হয়, ভুয়া খবর চিহ্নিত করতে হয় এবং নির্ভরযোগ্য উৎস নির্বাচন করতে হয়।

বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম, যারা Facebook, YouTube এবং Instagram-এ বেশি সক্রিয়, তাদের জন্য সচেতনতা কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইসলামি সংগঠন এবং সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধি করা গেলে ভুল তথ্য ও বিভ্রান্তি অনেকাংশে কমানো সম্ভব।

৭.৯ নির্ভরযোগ্য কনটেন্ট তৈরির কৌশল

সামাজিক মিডিয়ায় ইসলাম প্রচারের জন্য কনটেন্টকে আকর্ষণীয়, সহজবোধ্য এবং গবেষণাভিত্তিক হতে হবে।

কিছু কার্যকর কৌশল হলো:

- সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যসমৃদ্ধ ভিডিও তৈরি
- ইনফোগ্রাফিক ও ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট ব্যবহার
- নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স উল্লেখ করা
- প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক কনটেন্ট তৈরি
- সমসাময়িক সমস্যার আলোকে ইসলামি সমাধান উপস্থাপন

এছাড়া কনটেন্ট তৈরির সময় লক্ষ্য শ্রোতাদের বয়স, আগ্রহ এবং ভাষাগত প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা উচিত।

৭.১০ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ও নীতিমালা প্রণয়ন

সামাজিক মিডিয়ায় দাওয়াহ কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- ইসলামি সংগঠনগুলোকে অফিসিয়াল ও যাচাইকৃত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে
- প্রশিক্ষিত দাওয়াহ কর্মী গড়ে তুলতে হবে
- কনটেন্ট যাচাই ও মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে
- অনলাইন দাওয়াহর জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে একটি সুসংহত কাঠামো তৈরি করা গেলে সামাজিক মিডিয়ায় ইসলাম প্রচার আরও কার্যকর ও নিরাপদ হবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হলো আমাদের সময়ের 'যুলফিকার' বা শক্তিশালী অস্ত্র। এর সঠিক ব্যবহার যেমন একজন মানুষকে হেদায়েতের পথে আনতে পারে, তেমনি এর ভুল ব্যবহার উম্মাহর মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত—প্রযুক্তিকে ইসলামের অনুগামী করা, ইসলামকে প্রযুক্তির ছাঁচে পরিবর্তন করা নয়। ইখলাস, হিকমত এবং আধুনিক জ্ঞান—এই তিনের সমন্বয়েই আগামী দিনের ডিজিটাল দাওয়াহ সফল হবে ইনশাআল্লাহ।

৭.১১ আগামীর পাথেয়

সামাজিক মিডিয়া আমাদের সামনে এক অবারিত সুযোগ এনে দিয়েছে।একটি ছোট ভিডিও ক্লিপও একজন অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণের কারণ হতে পারে অথবা একজন পথভ্রষ্ট যুবককে ফিরিয়ে আনতে পারে। এই প্রাপ্তিটুকু বিশাল। তবে আমাদের প্রত্যাশা হতে হবে আরও গভীর। দাওয়াহ যেন কেবল সংখ্যাতত্ত্ব বা 'লাইক-শেয়ার'-এর গোলকধাঁধায় আটকে না পড়ে, বরং মানুষের প্রকৃত জীবন পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে।

- **প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে ভারসাম্য রক্ষা:** প্রযুক্তি একটি মাধ্যম মাত্র, এটি আমাদের লক্ষ্য নয়। সোস্যাল মিডিয়ার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি কোনো ভাবেই কাম্য নয়। দাওয়াহর দোহাই দিয়ে দিনের অধিকাংশ সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় কাটিয়ে দেওয়া এবং নিজের নফল ইবাদত বা পারিবারিক দায়িত্ব অবহেলা করা ইসলামের আদর্শ নয়। মনে রাখতে হবে, স্ক্রিনের ওপরের দ্বীনদারির চেয়ে

বাস্তবের আমল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ডিজিটাল দাঈদের বাস্তব জীবনের সাথে তাদের অনলাইন বার্তার মিল থাকা অপরিহার্য।

- **নতুন প্রজন্মের প্রতি বিশেষ বার্তা:** তরুণদের এটা সবসময়ই খেয়াল রাখতে হবে যে ইলম হাসিলের উৎস কেবল সোস্যাল মিডিয়া নয়। ফেসবুক বা ইউটিউব ভিডিও দেখে পূর্ণাঙ্গ আলেম হওয়া যায় না। গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য অবশ্যই নির্ভরযোগ্য আলেমদের সান্নিধ্য এবং মূল কিতাব পাঠ করতে হবে। সোস্যাল মিডিয়া ব্যাবহারে সবসময় সতর্ক নজরদারি রাখতে হবে। এক্ষেত্রে চটকদার বক্তার চেয়ে হক্কানী আলেমদের প্রাধান্য দিতে হবে। একটি ভালো পোস্ট বা তথ্য শেয়ার করা সওয়াবের কাজ, যা আপনার মৃত্যুর পরও জারি থাকতে পারে। তাই শেয়ার করার আগে ভাবা উচিৎ এটি নিজের জন্য সওয়াব নাকি গুনাহ বয়ে আনছে।

- **দ্বীনি ঐক্য ও সোশ্যাল মিডিয়া:** সোশ্যাল মিডিয়া যেন মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির কারণ না হয়। মতভেদ থাকবেই, কিন্তু সেই মতভেদকে কেন্দ্র করে একে অপরকে আক্রমণ করা শয়তানের প্ররোচনা ছাড়া আর কিছু নয়। এই প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করতে হবে উম্মাহর ঐক্য এবং ইসলামের মহানুভবতা প্রকাশের হাতিয়ার হিসেবে।

দাওয়াহর এই বিশাল কর্মযজ্ঞ তখনই সফল হবে যখন এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকবে। আমরা সামাজিক মিডিয়া ব্যবহার করি বা না করি, কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিটি টাইপ করা শব্দ এবং শেয়ার করা লিংকের হিসাব দিতে হবে।

অধ্যায় ৮: উপসংহার

বর্তমান ডিজিটাল যুগে সামাজিক মিডিয়া মানবজীবনের একটি অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে, যা তথ্য প্রচার, মতামত বিনিময় এবং জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছে। সামাজিক মিডিয়া ইসলাম প্রচারের জন্য একটি শক্তিশালী ও কার্যকর মাধ্যম। ফেসবুক, ইউটিউব, ইন্সটাগ্রাম, টুইটার, টিকটক-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলো ইসলামি জ্ঞান প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে এই সম্ভাবনার পাশাপাশি কিছু গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতাও বিদ্যমান, যা উপেক্ষা করলে দাওয়াহ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে।

ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সামাজিক মিডিয়া ব্যাবহারের ইতিবাচক দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় যে-

- সামাজিক মিডিয়া দ্রুত ও ব্যাপকভাবে ইসলামি বার্তা প্রচার করতে সক্ষম
- কম খরচে দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়
- তরুণ প্রজন্মকে সহজে সম্পৃক্ত করা সম্ভব
- অনলাইন ক্লাস, লাইভ লেকচার এবং ওয়েবিনারের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার সহজ হয়েছে

এর সাথে নেতিবাচক দিকগুলোর সংক্ষেপ করলে পাওয়া যায়-

- ভুল তথ্য ও অপপ্রচার দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে
- ধর্মীয় অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়
- অনলাইন ট্রোলিং ও বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ দেখা যায়
- অ্যালগরিদমের কারণে সব কনটেন্ট সমানভাবে পৌঁছায় না

এই ফলাফলগুলো থেকে বোঝা যায় যে সামাজিক মিডিয়া একটি দ্বিমুখী মাধ্যম—এর সুফল যেমন বিশাল, তেমনি এর ঝুঁকিও উপেক্ষণীয় নয়। বর্তমানে সামাজিক মিডিয়া ইসলাম প্রচারের একটি অত্যন্ত কার্যকর ও সম্ভাবনাময় মাধ্যম। তবে এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে জ্ঞান, দায়িত্ববোধ এবং নৈতিকতা অপরিহার্য।

সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে সামাজিক মিডিয়া দাওয়াহ কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃত, প্রভাবশালী এবং ফলপ্রসূ করতে পারে। অন্যদিকে, অসতর্ক ও অজ্ঞতাপূর্ণ ব্যবহার বিভ্রান্তি ও নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। অতএব, সামাজিক মিডিয়াকে একটি

শক্তিশালী দাওয়াহ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে হলে সচেতনতা, প্রশিক্ষণ এবং সুসংগঠিত উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলাম প্রচার কোনো সাধারণ পেশা বা কাজ নয়, এটি একটি ইবাদত এবং নবীগণের উত্তরাধিকার। ইসলামের প্রকৃত সংজ্ঞা ও রূপরেখা অনুধাবন করে, সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে, উদার ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানুষের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া প্রত্যেক মুসলিমের নৈতিক দায়িত্ব। সঠিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রচারের মাধ্যমেই পৃথিবীতে শান্তি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব।